

ঢাকা, ৮ মার্চ ২০২১

বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআর-এর নবনিযুক্ত রিপ্রেজেন্টেটিভ ইয়োহানেস ভন ডার ক্লাও

বাংলাদেশে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর নবনিযুক্ত রিপ্রেজেন্টেটিভ (প্রতিনিধি) হিসেবে যোগ দিয়েছেন জনাব ইয়োহানেস ভন ডার ক্লাও। আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এ কে আবদুল মোমেন-এর কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করার পর তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের সাথে ইউএনএইচসিআর-এর সম্পর্ক ১৯৭১ সাল থেকে, আর জনাব ভন ডার ক্লাও হলেন বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআর-এর নিয়োগপ্রাপ্ত একাদশ প্রতিনিধি। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার জনাব ফিলিপ্পো গ্র্যাণ্ডির পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে তিনি বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআর-এর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে সরকার, মানবিক সংস্থা, সুশীল সমাজ ও শরণার্থীদের সাথে কাজ করবেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর জনাব ভন ডার ক্লাও বলেন, “বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআর-এর রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি; উদার মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চার দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ও এদেশের জনগণের সাথে গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ চলে আসা আমাদের সুদৃঢ় সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে আমি কাজ করতে চাই, যেন সরকারের নেতৃত্বে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য কার্যকরী একটি মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা যায়। মিয়ানমারে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ, স্বেচ্ছা ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে এই শরণার্থী সংকটের টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা আমাদের সম্মিলিত উদ্দেশ্য”।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পরিচয়পত্র উপস্থাপনের পর জনাব ভন ডার ক্লাও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যান। সেখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সম্মান জানান, এবং জাদুঘরের ট্রাস্টিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির প্রাক্কালে তিনি স্মরণ করেন মুক্তিযুদ্ধের সময় ও এর আগে বাংলাদেশীদের আত্মত্যাগ, এবং স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের অসাধারণ উন্নয়ন। এর সাথে তিনি স্মরণ করেন ভারতে আশ্রিত প্রায় এক কোটি বাংলাদেশী শরণার্থীদের যুদ্ধের সময় সহায়তা ও যুদ্ধের পর বাংলাদেশে নিরাপদে প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে ইউএনএইচসিআর ও বাংলাদেশের মাঝে শুরু হওয়া দীর্ঘমেয়াদী নিবিড় সম্পর্কের কথা।

নেদারল্যান্ডের নাগরিক জনাব ভন ডার ক্লাও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইউএনএইচসিআর-এর হয়ে ২৫ বছরেরও বেশি সময় কাজ করেছেন। বাংলাদেশে আসার আগে তিনি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে ডেপুটি হিউম্যানিটারিয়ান কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছেন, যেখানে তাঁর কাজ ছিল সে দেশের বাস্তুচ্যুত ও সংকটাপন্ন স্থানীয় জনগণের জন্য কার্যকরী মানবিক সাহায্য নিশ্চিত করা। এর আগে তিনি ইয়েমেনে হিউম্যানিটারিয়ান কোঅর্ডিনেটর হিসেবেও কাজ করেছেন। ১৯৯৫ সালে ইউএনএইচসিআর-এর ব্রাসেলস অফিসে যোগদানের মাধ্যমে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থায় তাঁর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে তিনি ইরান, মরক্কো, ইয়েমেন, কানাডা, দক্ষিণ ককেশাস (আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ও জর্জিয়া)-তে উর্ধ্বতন বিভিন্ন পদে কাজের পাশাপাশি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত ইউএনএইচসিআর-এর সদর দপ্তরেও কাজ করেন।

শেষ

যোগাযোগঃ

চার্লি গুডলেকঃ goodlake@unhcr.org; +৮৮ ০১৭০ ০৭০৫ ৭৪৫

লুইজ ডনোভ্যানঃ donovan@unhcr.org; +৮৮ ০১৮৪ ৭৩২৭ ২৭৯

মোস্তাফা মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেনঃ hossaimo@unhcr.org; +৮৮ ০১৩১ ৩০৪৬ ৪৫৯